দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JAN 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

009

স্কুল কলেজ হোক ক্রীড়াবিদ গড়ার সূতিকাগার

মোঃ জাকারিয়া পিন্টু

দেশের ফুটবলের ক্ষেত্রে নতুন তারকা সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই প্রতি বছর ভাড়া করে বিদেশী খেলোয়াড় আনতে হয়। কিন্তু দেশে নতুন খেলোয়াড় তৈরীর সমস্যা মিটবে কি? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে কিছুটা বিলম্ব হলেও আজ নতুন করে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। কারণ সিউলে অনুষ্ঠিত বিগত এশিয়ান গেমসে ১০ কোটির দেশ বাংলাদেশ লাভ করেছে একটি মাত্র যুগ্ম ব্রোঞ্জ পদক। বাংলাদেশের খেলাধুলার ক্ষেত্রে এটা একটা লজ্জাজনক নজীর ছাড়া আর কি হতে পারে?

আমরা অনেকেই বলে থাকি, এই সেদিন মাত্র আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এখনও অনেক সময় আছে। আস্তে আস্তে আমরা নিশ্চয়ই খেলাধুলার ক্ষেত্রে উন্নতি করবো। বর্তমানে আমাদের সমস্যা অনেক। বিশেষ করে, অনুন্নত দেশে খেলাধুলার প্রসারের ক্ষেত্রে বিলম্বিত ধারাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় অনেকে। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে খেলোয়াড়দের জন্য উপযুক্ত স্টেডিয়াম, সাঁতারুদের জন্য অলিম্পিক স্ট্যান্ডার্ডের সুইমিং পুল, খেলাধুলার আধুনিক মান অনুযায়ী সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক্স টাইমিং ওয়াচ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলার প্রতিটি বিভাগে প্রকৃত খেলোয়াড়ের অভাব আছে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেলাধুলার অবদান সবচেয়ে বেশী বলে বিবেচিত হয়েছে বলে খেলাধুলাকে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। পড়াশুনার সাথে সাথে খেলার মাধ্যমে যুব সমাজ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করে জাতীয় মান দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিবে এটাই তো আমাদের একমাত্র কামনা। আর সেই প্রত্যাশার সফলতা আসবে যদি স্কুল কলেজে খেলাধুলার মান উন্নয়নের দিকে আমরা একটু নজর দেই। বর্তমানে দেশের স্কুল কলেজের খেলাধুলা প্রায় ধ্বংসের পথে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলতে হয়, বেশ কয়েকদিন আগে কিছু স্কুল কলেজে গিয়েছিলাম বেড়াতে। প্রত্যেক স্থানে আমার চোখে পড়েছে খেলার মাঠের করুণ অবস্থা। সেই আগের মতই বাঁশের কিংবা মোটা কাঠের গোলপোস্ট, কোন কোন মাঠে আবার তা-ও নেই। কোনটার প্যারালাল বার আছে আবার হয়তো কোনটার একটা পোস্ট হা করে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বেশী হতাশ হয়েছি মাঠে গরু, ছাগল বিচরণ করছে দেখে। আরো দেখলাম, প্রায় মাঠগুলো সংস্কারবিহীন অবস্থায় পরে রয়েছে। এক সময় একটি কলেজের লীডার গোছের একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাঠের এ অবস্থা কেন?

ছাত্রটি অত্যন্ত ক্ষোভের সংগে জবাব দিলো, মাঠ তো মাঠ, কলেজে নামকে ওয়াস্তে অভিজ্ঞতাবিহীন একজন শারীরিক শিক্ষক রয়েছেন, দৈনন্দিন কাজের মধ্যে কলেজে এসে বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে একটু গুলতানি মেরে তিনি বাসায় চলে যান। আর মাস শেষে বেতনটা ঠিক সময় গ্রহণ করেন। শোনা যায়, তিনি না-কি চাকুরীটি পেয়েছেন এক প্রভাবশালী এমপি'র ভাতিজা বলে।

তাছাড়া সরকার থেকে মাঠের জন্য যে অনুদান ও খেলার সরঞ্জাম কলেজ পায় তা শারীরিক শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ছাত্র খেলোয়াড়দের ভাগ্যে এর কিছুই জোটে না। সবকিছুই প্রিন্সিপালের আত্মীয়স্বজন কিংবা কিছু নিজস্ব ছেলেরা ব্যবহার করার সুযোগ পায়। আবার কিছুকিছু অনুদানকৃত খেলার সরঞ্জাম বাজারেও বিক্রি হয়। এই হচ্ছে কলেজগুলোর খেলাধুলার অবস্থা। প্রয়োজনের তুলনায় নেই অর্থ, নেই কোন মাঠ! নেই কেন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শারীরিক শিক্ষক, নেই খেলাধুলার সরঞ্জাম। একই অবস্থা স্কুলগুলোরও। সর্বত্রই এক অচল অবস্থা বিদ্যমান। কি ফুটবল, কি সাঁতার, কি ক্রিকেট, কিম্বা ইভেন্ট অথবা ইনডোর খেলাধুলা— সর্বক্ষেত্রেই একটা তীব্র হাহাকার। সাঁতারে গত বছরে একই সাঁতারু সেই মোশারফ এখনো সোনার মেডেল জিতেই চলেছেন। ফুটবলে খোরশেদ বাবুল—এখনো অদ্বিতীয়। ক্রিকেটে রকিবুল হাসানের জুড়ি নেই।

সুতরাং এই সব দৃষ্টি থেকে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলাদেশের পটভূমিকায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে এখনও যুব জাগরণ আসেনি।

খেলাধুলাতে যুব সম্প্রদায় বুড়োদের হটিয়ে নিজেদের জায়গা দখলের লড়াইয়ে যে এখনো কৃতকার্য হয়নি এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যুবকদের খেলাধুলার সুযোগ সীমিত। যুব সমাজকে খেলাধুলার পথে উৎসাহিত করার চেষ্টা কখনও হয়নি।

খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গণসচেতনতা এবং প্রয়োজনীয় সরকারী উদ্যোগের অভাবে খেলার মাঠে এখনও বিপ্লব আসেনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যত এগিয়ে যাচ্ছে ততই আমরা পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের যুব চেতনায় খেলাধুলার স্থান নেই বলেই এ দেশের খেলাধুলা এত অবহেলিত ও উপেক্ষিত। এখনও স্কুলে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। খেলাধুলা পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অবশ্যকরণীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্কুলের প্রতিটি ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা লাভের জন্য চাপ সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়নি।

জাতীয় প্রয়োজনে সরকারী প্রচেষ্টায় অনুরূপ পরিকল্পনা চাপিয়ে দেয়া না হলে বাংলাদেশে খেলাধুলার উন্নতি সুদূরপরাহত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

জাত খেলোয়াড় তৈরীর ব্যাপারে স্কুল থেকেই ভিত গড়ার কাজে হাত দিতে হবে। স্কুল থেকেই বিশেষ যত্নসহকারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ধাপে ধাপে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। নিয়মিত বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই সমস্যার একমাত্র যোগ্য মোকাবিলা করা সম্ভব।

হাজার হাজার স্কুল কলেজ কেবল মাত্র আন্তঃ স্কুল অথবা আন্তঃ কলেজ চ্যাম্পিয়নশীপ পাওয়ার আশায় ভাড়াটিয়া খেলোয়াড়দের আশ্রয় অথবা প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। তাদের ফ্রীশীপ দিয়ে ও নানান সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপেক্ষা করে ভাড়াটিয়া খেলোয়াড়দের পোষণ করা হচ্ছে। ভাড়াটিয়া খেলোয়াড়দের এই সুযোগ থাকায় অন্যদিকে উঠতি খেলোয়াড়রা সব রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগও অনেকে পাচ্ছে না। ফলে খেলাধুলার আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে।

সুতরাং আমার শেষ কথা হচ্ছে এই যে, সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় তৈরীর ব্যাপারে স্কুল ও কলেজের খেলাধুলার উপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। ছোট বেলা থেকে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে তারাই পারবে ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে।